



**সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী**

নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান

ওধান প্রতিবেদক

গোলাম মোর্তেজা

প্রতিবেদক

জয়স্ত আচার্য

সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বারু
সহযোগী প্রতিবেদক

বদরুল আলম নাবিল

আসাদুর রহমান, ঝুঁটুল তাপস

প্রদায়ক

জসিম মল্লিক

আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

নিয়মিত লেখক

আসজাদুল কিবরিয়া, নাসিম আহমেদ
সুমী শাহবুদ্দিন, জুটন চৌধুরী

ফাহিম হসাইন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি

সুমি খান

বশের প্রতিনিধি

মায়ুন রহমান খান

সিলেট প্রতিনিধি

নিজামুল হক বিপুল

বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি

মিজানুর রহমান খান

হলিউড প্রতিনিধি

মুনাওয়ার হসাইন পিয়ালা

জামান প্রতিনিধি

সরাফটুদ্দিন আহমেদ

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি

আকবর হায়দার কিরণ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান

নূরুল কবীর

প্রযুক্তি উপনিষদ্ধা

শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

শিল্প নির্দেশক

কনক আদিত্য

কর্মধ্যক্ষ

শামসুল আলম

যোগাযোগ

৯৬/৯৭ নিউ ইক্সটার্ন, ঢাকা-১০০০

পিএভিএক্স : ৯৩৫০৯৫১ - ৩

সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন : ৯৩৪৯৯৪৫৯

ফ্যাক্স : ৯৩৫০৯৫৪

চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি ডক্ট

লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৮০০০

ইমেল : s2000@dbn-bd.net

দাম : ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড

৫২ মতিবিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর
পক্ষে মাহফুজ আনাম কর্তৃক প্রকাশিত
ও ট্রাঙ্কার্ফট লিঃ, ২২৯ তেজগাঁও
শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

বি

থের মুক্তিকামী সংগ্রামী জাতিগুলো কখনই বহিরাগতদের আগ্রাসন মেনে নেয়নি। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তারা মরণপণ লড়ছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, অবশেষে মুক্তিকামী জাতির বিজয় হয়েছে। অভিন্ন জাতিসভার মনোবল নিয়ে ইরাকিরা ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর অনেকিক আগ্রাসী হামলার বিরুদ্ধে লড়ছে। রুখে দিয়েছে জেট বাহিনীর অঞ্চল। সমগ্র ইরাকে জেট বাহিনী তীব্র প্রতিরোধের মুখে। বাগদাদে যেন স্টালিনগ্রাদের প্রতিধ্বনি হচ্ছে। পশ্চ উঠেছে, তাহলে কি মার্কিনিরা আরো একটি ভিয়েতনামের পরাজয় বরণ করতে যাচ্ছে?

মার্কিনদের অনেকের মনেই এখন ভিয়েতনাম যুদ্ধের দুঃসহ স্মৃতি ফিরে আসছে। গত ২৮ বছর ধরেই ভিয়েতনাম মার্কিনদের দুঃস্থি। সে যুদ্ধে মার্কিনির ২১ হাজার সৈন্য নিহত হয়েছিলো। অবশেষে পরাজয় মেনে ফিরে এসেছে মার্কিন বাহিনী। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সিরায় প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদ সে কথাই মনে করিয়ে দিয়েছেন। লেবাননের দৈনিক আস-সাফিরকে দেয়া সাক্ষাৎকারে আসাদ বলেছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে ভিয়েতনামের মতো অবরুদ্ধ হয়ে পড়তে পারে। তাদের ’৮০-র দশকে যেভাবে লেবানন ছেড়ে যেতে হয়েছিলো, ইরাকেও তেমনই হতে পারে।’ এখন মূলত যুক্তরাষ্ট্র ও বিটেন ইরাকে জন্মুদ্দের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। এ পরিণতি স্টালিনগ্রাদে জার্মান বাহিনীর পরাজয়ের স্মৃতি ও রক্তস্মৃতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

যুদ্ধ শুরুর আগে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার ইরাক সম্পর্কে দৃশ্যত ভুল ধারণা ছিলো। তারা ভেবেছিলো একনায়ক সাদামের বিরুদ্ধে তাদের আগ্রাসন জনগণ মেনে নেবে। ইরাকের জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্ভাসিত জনতা এই আগ্রাসন মেনে নেয়নি। তারা সুদৃঢ়, প্রযুক্তিগতভাবে এগিয়ে থাকা ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ করতে ইরাকি সৈন্যদের সহযোগিতা করছে। বিমান হামলার ধ্বংসালী দেখে তারা স্ফুর হচ্ছে। হয়ে উঠে বজ্রকঠিন। এ কারণে একনায়ক সাদামের পেছনে তারা ভেদাভেদে ভুলে এক্যবন্ধ। যেমন একবন্ধ বাঙালি জাতি হয়েছিলো ’৭১-এর মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে মার্কিন সমর্থনপূর্ণ অত্যাধুনিক পাকবাহিনীকে পরাজয়ের ফানিতে ভুবিয়ে দিয়েছিল বাঙালিরা।

মার্কিন পরিস্থিতি সাদামকে করে তুলেছে ইরাকিদের অজেয় সৈনিক, আরব বিশের নেতা। সেই ঘাটের দশক থেকে সাদাম নিজেকে গড়ে তুলেছেন। ক্ষমতাসীন হয়ে দক্ষতার সঙ্গে ত্রিভাগে বিভক্ত ইরাকের অক্ষতা ধরে রেখেছেন সাদাম। আরব জাতীয়তাবাদের স্বার্থে কথা বলেছেন। নানা কৌশলে নিজের ভিতকে শক্ত করেছেন ইরাকসহ আরব জনগণের মাঝে। এ কারণে আজ ইরাকের জনগণ সাদামের সঙ্গে। তিনি পাচেন আরব জনগণের সমর্থন।

ইরাক ও সাদাম যেন অভিন্ন হয়ে উঠেছে। এ কারণে মরণপণ লড়ছে ইরাকের বীর সৈনিকরা। স্বাধীনচেতা ইরাকের জনগণ। এ যুদ্ধে সাময়িকভাবে ইরাকিবা পিছিয়ে থাকলেও তারাই অবশেষে জিতবে। যেমন জিতেছিলো ভিয়েতনাম ১৮ বছর পরে। বহমান ইতিহাসের এটাই নিয়ম। এ কারণে আজ শাস্তিপ্রিয় মুক্তিকামী মানুষকে ইরাকের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাদের দিতে হবে মনোবল আর সাহস।

নতুন ইমেল : s2000@dbn-bd.net